নির্বাচন কমিশন বার্তা

web: www.ecs.gov.bd

৮ম বর্ষ | ৩১ ও ৩২ তম সংখ্যা | জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৭

নির্বাচনি সংলাপ

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সিনিয়র সাংবাদিক, পর্যবেক্ষক সংস্থা, নারী নেত্রী ও নির্বাচন বিশেষজ্ঞগণের সাথে সংলাপ করেছে। ৩১ জুলাই ২০১৭ তারিখে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণের সাথে মত বিনিময়ের মাধ্যমে সংলাপের যাত্রা শুরু হয়। তারপর ৪০টি রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন সংগঠন এবং বিশেষজ্ঞজনের সাথে ধারাবাহিকভাবে তা অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে নির্বাচন বিশেষজ্ঞজনের সাথে সর্বশেষ বৈঠকের মাধ্যমে প্রায় তিন মাসব্যাপি সংলাপের সমাপ্তি হয়।

সংলাপে মাননীয় কমিশন ইসি সচিব ও অনান্য কর্মমর্তাবৃন্দের সাথে আমন্ত্রিত অতিথিরা

এ সংখ্যায় যা আছে

কভার স্টোরি -

- ইসিতে নির্বাচনি সংলাপ
- রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০১৭
- ভোটার তালিকা হালনাগাদ কর্মসূচি ২০১৭ এর শুভ উদ্বোধন
- একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে রোডম্যাপ প্রকাশ
- বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হবে ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট বডিস অব সাউথ এশিয়া (FEMBoSA) এর ৯ম সম্মেলন
- বিদেশ ভ্রমণ
- নির্বাচন কমিশন সভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত
- ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে স্মার্টকার্ড বিতরণ শুরু করল নির্বাচন কমিশন
- প্রশিক্ষণ
- বিভিন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠান
- নিয়োগ বদলী পদোন্নতি অবসর
- মাসিক সমন্বয় সভা

'স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র পেতে হলে ভোটার হতে হবে সবার আগে'

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কে এম নূরুল হুদার সভাপতিত্বে নির্বাচন ভবনের সম্মেলন কক্ষে সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। সংলাপের শুরুতেই মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন কমিশনের পক্ষ হতে আমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে পরিচিত হন। এরপর মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার সংলাপের শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের শুভেচ্ছা বক্তব্যের পর নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব জনাব হেলালুদ্দিন আহমদ সংলাপের আলোচ্যসূচি, প্রেক্ষিত ও সংশ্লিষ্ট বিষয় বর্ণনা করেন। এরপর সভাপতি স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। এসময় তিনি রাজনৈতিক দলসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বর্ণনা করেন এবং সংলাপের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। তার বক্তব্যের পর তিনি অতিথিদের বক্তব্য প্রদানের জন্য আহ্বান জানান।

অতিথিদের বক্তব্য শেষে মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ জনাব মাহবুব তালুকদার, জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, বেগম কবিতা খানম এবং ব্রিগে.জেনা. শাহাদাত হোসেন চৌধুরী (অব.) সংলাপে অংশগ্রহণকারী অতিথিদের প্রস্তাবের বিষয়ে আইনী ব্যাখ্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। সংলাপের শেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সংলাপের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় ২৯শে জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে। সে অনুযায়ী ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসের ২৮ তারিখের মধ্যে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ইতোমধ্যে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে জনমানুষের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেকেই একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দেখতে চায়। প্রতিটি ভোটার যাতে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের পছন্দের প্রার্থী নির্বাচিত করতে পারেন তার নিশ্চয়তা চায়। রাজনৈতিক দলগুলোও যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং নির্বাচনে তাদের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা হয় সে বিষয়েও সকলে সোচ্চার। সর্বোপরি সকলেই একটি অংশগ্রহণমূলক, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রত্যাশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

অংশগ্রহণমূলক সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে এবং বাস্তবতার নিরিখে নির্বাচনি আইন ও নির্বাচন প্রক্রিয়াকে আরো যুগোপযোগী ও কার্যকরী করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন বিশ্বাস করে। নির্বাচনি আইন ও সংশ্লিষ্ট বিষয় পরিবর্তন ও সংস্কারের জন্য রাজনৈতিকদলসহ সকল বিশ্বস্ত অংশিজনের মতামত ও পরামর্শ প্রয়োজন। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্যভাবে অনুষ্ঠানের নিমিত্ত কমিশন একটি কর্মপরিকল্পনা প্রকাশ করে। প্রকাশিত কর্মপরিকল্পনার বিষয়ে ৪০টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সিনিয়র সাংবাদিক, পর্যবেক্ষক সংস্থা, নারী নেত্রী ও নির্বাচন বিশেষজ্ঞগণের সাথে নির্বাচন কমিশনের সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রত্যেক রাজনৈতিক দল, সংগঠন এবং ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং স্বপ্রণোদিত

হয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। সংলাপে স্বচ্ছ, অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন পরিচালনার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব পেয়েছে। এবং তা অর্জনের পথে অন্তরায়গুলো সনাক্ত করা হয়েছে। সেগুলো মোকাবিলা করার পরামর্শ পাওয়া গেছে। আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র সোপান নির্বাচন। জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় নিয়ে জনপ্রতিনিধিগণ সরকার গঠন করেন। গণতান্ত্রিক সরকার গঠনে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা করা যেমন নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব; তেমনি তা অর্জনে অংশিজনের সহযোগিতাও অপরিহার্য। অংশগ্রহণকারিদের বক্তব্য থেকে সুপারিশ ও পরামর্শ সংকলন করা হয়েছে।

সংলাপের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এবারই প্রথম বিগত নির্বাচন কমিশনগুলোর মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও মাননীয় নির্বাচন কমিশনারগণের সাথে বর্তমান নির্বাচন কমিশনের মত ও অভিজ্ঞতা বিনিময় হয়।

নির্বাচনি আইন সংস্কার ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সংলাপে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান পরামর্শ ও প্রস্তাব পাওয়া গেছে। সংলাপে একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ও পরস্পর বিপরীতমুখী মতামতও উপস্থাপিত হয়েছে। সংলাপের আলোচনা হতে এটাই প্রতীয়মান হয়েছে যে, সকলেই একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চায় এবং সকলেই নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদানে প্রস্তুত।

সামগ্রিকভাবে পাঁচ শতাধিক পরামর্শ/সুপারিশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তার মধ্যে অনেকগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে আবার কতিপয়ের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মূল বৈশিষ্ট্য ঠিক রেখে সুপারিশগুলোকে তিনটি শ্রেণীতে সাজানো হয়েছে। যেমন- (ক) সংবিধান সংশ্লিষ্ট (খ) আইন প্রণয়ন বিষয়ক এবং (গ) নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত। সংলাপ থেকে আহরণ করা পরামর্শগুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে। সংবিধান এবং নতুন আইন প্রণয়ন সংশ্লিষ্টগুলো বিবেচনার জন্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দপ্তরে প্রেরণ করা হবে। আইন ও বিধি মোতাবেক করণীয়গুলো নির্বাচন কমিশন কার্যকর করার প্রয়াস নেবে।

কর্মপরিকল্পনায় উল্লিখিত সময়সূচি অনুয়ায়ী সকল অংশিজনদের সাথে সংলাপের সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়। সে অনুযায়ী প্রথমেই সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে সংলাপের সময় নির্ধারণ করা হয়। এরপর গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সাথে সংলাপ করা হয়। দেশে এখন গণমাধ্যমের সংখ্যা অনেক এবং অনেক সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ রয়েছেন। অলোচনার সুবিধার্থে গণমাধ্যমের সাথে আলোচনা দুই দিনে করা হয়। প্রথম দিন প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধি, সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ ও সিনিয়র সাংবাদিকদের সাথে এবং দ্বিতীয় দিন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধি ও সিনিয়র সাংবাদিকদের সাথে।

রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনার সুবিধার্থে এবং কোন প্রকার জটিলতা পরিহারের লক্ষ্যে সর্বশেষ নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল দিয়ে আলোচনার শুরু এবং নিবন্ধনের নিম্নক্রম অনুসারে আলোচনার সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়। তবে কয়েকটি দলের পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি থাকায় এবং অন্য কিছু সমস্যা থাকায় ৪টি দলের আলোচনার সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়। কর্মপরিকল্পনায় উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে সংলাপ শেষ করার লক্ষ্যে সকাল বিকাল দুইবেলায় সংলাপ আয়োজন করা হয়।

রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০১৭

অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ২১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মেয়র পদে জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী জনাব মোস্তাফিজুর রহমান বিজয়ী হন। মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ নির্বাচনি এলাকা পরিদর্শন করেছেন। রাজনৈতিকদল, প্রশাসনের কর্মকর্তাসহ সকল স্তরের জনগণের সাথে মতবিনিময় করেছেন। প্রশাসনসহ সকলকর্মকর্তাকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে।

এ নির্বাচনে প্রথমবারের মত একটি ভোটকেন্দ্রে ইভিএম ব্যবহার করা হয়। রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজারেরও বেশি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়। নির্বাচনে ১জন করে নির্বাহী হাকিমের নেতৃত্বে ৩৩টি স্ট্রাইকিং ফোর্স ও একজন করে বিচারিক হাকিমের নেতৃত্বে ১১টি ভ্রাম্যমান আদালত নির্বাচনে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও পুলিশ, এপিবিএন ও ব্যাটালিয়ান আনসারের সমন্বয়ে ৩৩টি সাধারণ ওয়ার্ডে ৩৩টি মোবাইল ফোর্স, প্রতি ৩টি সাধারণ ওয়ার্ডে ১টি করে ১১টি স্ট্রাইকিং ফোর্স, র‍্যাবের ৩৩টি টীম, ও ১৮ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়। প্রতিটি সাধারণ ভোটকেন্দ্রে পুলিশ ও আনসারের ২২জন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভোটকেন্দ্রে ২৪জন করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশের সর্ব-প্রকারের গণমাধ্যমে এ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে সংবাদ প্রচার করা হয়। নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থাসমূহের সংগঠন ইডাব্লিউজি (ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ) সংবাদ সম্মেলন করে জানায় যে, রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে। ২১ ডিসেম্বর সকাল ৮.০০টায় এ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু হয়। কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলে। এ নির্বাচনে মোট ১৯৩টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ করা হয়। এ নির্বাচনে মোট ভোটার ৩ লাখ ৯৩ হাজার ৯৯৪ জন। নির্বাচনে প্রায় ৭০ শতাংশ ভোট পড়েছে।

রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন

বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সম্পর্কিত খবর

দৈনিক জনকণ্ঠ

আস্থা বাড়াবে রংপুরের ভোট॥ ইডব্লিউজি

বিডিনিউজ ॥ নির্বাচন কমিশনের (ইসি) মতো ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপের (ইডব্লিউজি) পরিচালক আব্দুল আলীমও মনে করেন, রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের 'উৎসবমুখর' পরিবেশ

যুগান্তর — সত্যের সন্ধানে নির্ভীক — THE DAILY JUGANTOR

রসিক নির্বাচনে গণতন্ত্রের বিজয়

—— ওবায়দুল কাদের

যুগান্তর রিপোর্ট

রংপুর সিটি কর্পোরেশন (রসিক) নির্বাচনকে গণতন্ত্রের বিজয় হিসেবে দেখছেন বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আওয়ামী

উৎসবের ভোটে লাঙ্গলের জয়

মোস্তফা বিপুল ভোটে মেয়র নির্বাচিত

সমকাল

আশা জেগেছে রংপুরে

'মডেল' নির্বাচনে খুশি ইসি

সমকাল প্রতিবেদক

রংপুরে 'মডেল' নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন (ইসি)। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পেরে সন্তুষ্ট তারা। বিএনপি সূক্ষ্ম কারচুপির

the independent

Political win for AL as polls fair, says Quader

STAFF REPORTER

The ruling Awami League (AL) General Secretary Obaidul Quader has said his party AL wins politically in the just-concluded Rangpur City Corporation (RCC) elections where Jatiya Party candidate Mostafizur Rahman Mostafa has secured a big lead towards victory.

উন্নয়নের মুখপত্র আলোকিত বাংলাদেশ

শান্তিপূর্ণ ভোট উৎসব

• **আরিফুল ইসলাম ও আবদুর রহমান মিন্টু,** রংপুর থেকে

বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে রংপুর সিটি করপোরেশন (রসিক) নির্বাচনে ভোটগ্রহণ।

অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় শুরু হয় ভোট গ্রহণ; যা বিরতিহীনভাবে চলে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চার স্তরের নিরাপত্তা বলয়ে নির্বিঘ্নে ভোট দেন ভোটাররা। নিকট অতীতে এত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট দেখেনি রংপুরবাসী। সিটির ১৯৩টি ভোট কেন্দ্রের ১০৮টিই ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছিল প্রশাসন। এসব কেন্দ্রে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

রিটার্নিং কর্মকর্তা ও রংপুরের আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা সুভাষ চন্দ্র সরকার জানান, প্রতিটি কেন্দ্রে একজন করে প্রিসাইডিং অফিসার, ৭ সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার, দশজন পুলিশ ও ১৪ আনসার সদস্য নিয়োজিত ছিলেন। প্রতিটি ওয়ার্ডেই একজন করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত কাজ করেছে। অতিরিক্ত ছয়জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ছিল স্ট্রাইকিং ফোর্সের নেতৃত্বে। সব এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ইভিএমে সফলতা

• **নিজস্ব প্রতিবেদক**

সিইসি কে এম নুরুল হুদা বলেছেন, রংপুর সিটি নির্বাচনে একটি কেন্দ্রে ইভিএম ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। পরীক্ষামূলকভাবে এটা ব্যবহার করা হয়েছে। কোনো বিচ্যুতি, ত্রুটি হয়নি। ইভিএম সফল। বৃহস্পতিবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

রংপুরে ১৯৩টি কেন্দ্রের মধ্যে একটি কেন্দ্রে নতুন প্রযুক্তির ইভিএমে ভোটগ্রহণ করা হয়। এতে ৬০ দশমিক ৮১ শতাংশ ভোট পড়েছে। ১৪১ নম্বর বেগম রোকেয়া কলেজ কেন্দ্রের ইভিএমের এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

প্রথম আলো

রংপুরে 'মডেল' নির্বাচন : ইসি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

রংপুর সিটি করপোরেশনে 'মডেল' নির্বাচন হয়েছে বলে মনে করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ভোট নিয়ে বিএনপির অভিযোগও সঠিক নয় বলে অভিমত কমিশনের। গতকাল বৃহস্পতিবার ... সিটি

দৈনিক ইত্তেফাক — THE DAILY ITTEFAQ

রংপুরে আওয়ামী লীগ হারলেও এটা গণতন্ত্রের বিজয় : কাদের

বিশেষ প্রতিনিধি

রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ভোটের ফলাফল আসার শুরু থেকেই বিপুল ব্যবধানে এগিয়ে জাতীয় পার্টির প্রার্থী মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা। এই ভোটে হারলেও অখুশি নয় দলটি। বৃহস্পতিবার রাতে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, ভোটে তারা হারলেও এই নির্বাচনে রাজনৈতিকভাবে জয় তাদেরই।

সাংবাদিক সম্মেলন চলাকালেই ভোটের প্রাথমিক ফলাফল দিচ্ছিল টেলিভিশনগুলো। শুরু থেকেই আওয়ামী লীগের সরফুদ্দিন আহমেদ ঝন্টুর তুলনায় জাতীয় পার্টির মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফার বিপুল ব্যবধানে এগিয়ে থাকার তথ্য জানায়। ওবায়দুল কাদের বলেন, 'রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ভোটে যদি পরাজয়ও হয়, তাহলেও আওয়ামী লীগ রাজনৈতিকভাবে বিজয়ী হয়েছে। এটা গণতন্ত্রের বিজয়।'

এই নির্বাচন আগামী নির্বাচনে বিএনপির জন্য একটা বার্তা বলে মন্তব্য করে পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

রংপুরের ভোট নিয়ে উচ্ছ্বসিত ইসি

ইত্তেফাক রিপোর্ট

রংপুর সিটি করপোরেশনের ভোট নিয়ে উচ্ছ্বসিত কে এম নুরুল হুদার নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে রংপুরের ভোট সম্পন্ন হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন ইসির সংশ্লিষ্টরা। কেননা দেশের দুর্বল নির্বাচন ব্যবস্থাপনার জন্য সুষ্ঠু ভোট নিয়ে শঙ্কা ছিল। যদিও গত ১৫ ফেব্রুয়ারি দায়িত্ব নেওয়ার পর বর্তমান ইসির অধীন গত ৩০ মার্চ প্রথমবার দলীয় প্রতীকে কুমিল্লা সিটি পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৩

নতুন ধারার দৈনিক আমাদের সময়

আওয়ামী লীগের প্রতিক্রিয়া

গণতন্ত্রের বিজয় হয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

রংপুর সিটি করপোরেশন (রসিক) নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থীর পরাজয়কে নির্বাচনী পরাজয় হিসেবে স্বীকার করে এটাকে গণতন্ত্রের বিজয় হিসেবে মন্তব্য করেছেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে তিনি এ কথা বলেন।

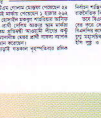

রসিক নির্বাচনে ফল পাওয়ার পর পরই আয়োজিত এই সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, জাহাঙ্গীর কবির নানক, আব্দুর রহমান, ফরিদুন্নাহার লাইলী, একেএম এনামুল হক শামীম, খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, আবদুস সোবহান গোলাপ, দেলোয়ার হোসেন, বিপ্লব বড়ুয়া, এসএম কামাল হোসেন প্রমুখ এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৭

আমাদের ভাষা গণমানুষের মানবকণ্ঠ — www.manobkantha.com

রংপুরে উৎসবমুখর ভোট

নতুন নগরপিতা জাপার মোস্তফা

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি ভোরের কাগজ

মোস্তফার জয়জয়কার

রংপুরে শান্তিপূর্ণ উৎসবমুখর ভোটগ্রহণ

নবনির্বাচিত মেয়র মুস্তাফিজার রহমান মোস্তফা

রংপুর নির্বাচন নিয়ে সিইসির সন্তোষ

ভোটার তালিকা হালনাগাদ কর্মসূচি ২০১৭ এর শুভ উদ্বোধন

২৫ জুলাই ২০১৭ সারাদেশে ভোটার তালিকা হালনাগাদ কর্মসূচি ২০১৭ শুরু করা হয়। মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কে এম নূরুল হুদা ২৫ জুলাই ময়মনসিংহে ভোটার তালিকা হালনাগাদ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন। ময়মনসিংহ জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মাহবুব তালুকদার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব কবিতা খানম ও মাননীয় নির্বাচন কমিশনার ব্রিগে. জেনা. শাহাদাত হোসেন চৌধুরী (অব.) বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মোখলেসুর রহমান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

হালনাগাদ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কে এম নূরুল হুদা বলেন, গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত হচ্ছে সুষ্ঠু অবাধ ও নিপক্ষে নির্বাচন, এজন্য প্রয়োজন সঠিক ও নির্ভুল ভোটার তালিকা। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনের বিদ্যমান ভোটার ডাটাবেসকে প্রতিবছর হালনাগাদ করা হচ্ছে। হালনাগাদের সময় সঠিক তথ্য দিয়ে ভোটার হওয়ার জন্য তিনি নতুন ভোটার হওয়ার যোগ্যদের প্রতি আহ্বান জানান।

এবারের হালনাগাদ কার্যক্রমে ২৫ জুলাই হতে ৯ আগস্ট পর্যন্ত সারাদেশে একযোগে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্যসংগ্রহকারীগণ কর্তৃক নতুন ও বাদপড়া ভোটারদের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এরপর ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম মোট ৩টি ধাপে সম্পন্ন করা হয়। প্রথম ধাপে ২০ আগস্ট হতে ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত, ২য় ধাপে ১৬ সেপ্টেম্বর হতে ১৩ অক্টোবর ও তৃতীয় ধাপে ১৪ অক্টোবর হতে ৫ নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

হালনাগাদ কার্যক্রমকে সফল করতে ৫ হাজার ৬ শত ৩৫টি নিবন্ধনকেন্দ্রের বিপরীতে ২৩৪টি রেজিস্ট্রেশন টিম নিয়োগ দেয়া হয়। ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবী, আপত্তি নিষ্পত্তি করার জন্য সারাদেশে ৭টি সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। হালনাগাদে দুর্গম এলাকা হিসেবে কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও চট্টগ্রাম জেলার ৩২টি থানা/উপজেলাকে 'বিশেষ এলাকা' হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং এই এলাকার দাবি, আপত্তি ও সংশোধন বিষয় নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ সংশোধনকারী কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করা হয়।

এবারের হালনাগাদ কার্যক্রমে ৩.৫% নতুন ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। হালনাগাদকৃত খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ ০২ জানুয়ারি ২০১৮, দাবি, আপত্তি ও সংশোধনের জন্য দরখাস্ত দাখিলের শেষ তারিখ ১৭ জানুয়ারি ২০১৮, সংশোধনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দাবি, আপত্তি ও সংশোধনের জন্য দাখিলকৃত দরখাস্তসমূহের নিষ্পত্তির শেষ তারিখ ২২ জানুয়ারি ২০১৮ ও হালনাগাদকৃত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিভিন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠান

বিগত জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৭ সময়ে সিটি কর্পোরেশন সাধারণ নির্বাচন ১টি, ৬৪টি ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন, ১৩৭টি ইউনিয়নে স্থগিত/উপ-নির্বাচন/পুন:নির্বাচন, উপজেলা পরিষদ সাধারণ নির্বাচন ০১টি, উপজেলা পরিষদের শূন্যপদে উপ-নির্বাচন ০৩টি, জেলা পরিষদের সদস্য পদে স্থগিত নির্বাচন ১৩টি, জেলা পরিষদের শূন্য পদে উপ-নির্বাচন ০১টি এবং ০৫টি পৌরসভায় বিভিন্ন পদে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কর্মপরিকল্পনা প্রকাশ

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতির অংশ হিসেবে কর্মপরিকল্পনা (রোডম্যাপ) ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনের দেড় বছর আগে উন্মোচন করা এ রোডম্যাপে নির্বাচনের প্রস্তুতিমূলক বিষয়গুলো কখন কিভাবে বাস্তবায়ন করা হবে তা উল্লেখ রয়েছে। এই কর্মপরিকল্পনা ধরে ধারাবাহিকভাবে রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ, নির্বাচন পর্যবেক্ষকসহ বিভিন্ন নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সাথে বৈঠকে বসবে নির্বাচন কমিশন। গত ১৬ জুলাই ২০১৭ তারিখে নির্বাচন প্রশিক্ষণ ভবনের সম্মেলনকক্ষে এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে আগামী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আগামী দেড় বছরের কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরে আনুষ্ঠানিকভাবে রোডম্যাপের মোড়ক উন্মোচন করেন মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কে এম নূরুল হুদা। এ সময় রোডম্যাপ বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলসহ সব অংশিজনের সুপারিশের পাশাপাশি সবার সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, বিদ্যমান আইনেই সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব তবে এক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ৭টি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে এ রোডম্যাপ ঘোষণা করা হয়। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মাহবুব তালুকদার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব কবিতা খানম, মাননীয় নির্বাচন কমিশনার ব্রিগে. জেনা মোঃ শাহাদাত হোসেন চৌধুরী (অব), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মোখলেসুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচন কমিশন সভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৭ সময়ে নির্বাচন কমিশনের ০৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মাননীয় নির্বাচন কমিশনারগণ, সচিব মহোদয় এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

কমিশন সভা নং-০৮/২০১৭

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ:

- একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন করা হল। তবে, একজন দক্ষ এবং প্রফেশনাল প্রুফ রিডার দিয়ে বানানগত বিষয়গুলি দেখিয়ে দ্রুত এটি চূড়ান্ত করতে হবে।
- কার্যপত্রে উপস্থাপিত জনাব জিয়াউর রহমান খলিফা, উপজেলা নির্বাচন অফিসার, কেশবপুর, যশোর এবং বেগম জিন্নাত আরা জলি, উপজেলা নির্বাচন অফিসার, ঈশ্বরদী, পাবনা ও জনাব অপূর্ব কুমার বিশ্বাস, উপজেলা নির্বাচন অফিসার, গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ এর নিকট হতে প্রাপ্ত উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলো মাননীয় নির্বাচন কমিশনে সক্রিয় বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হল। এ বিষয়গুলো বাস্তবায়নের বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগে বিভিন্ন রকমের অনিয়মের বিষয়ে কঠোর, দৃশ্যমান ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত সেবা প্রদান ব্যবস্থা ডিজিটাইজড করতে হবে এবং এ কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।

কমিশন সভা নং-০৯/২০১৭

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ:

- নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে কোন নীতিমালা বা অন্য কোন প্রকাশনা মুদ্রণের পূর্বে একজন প্রফেশনাল প্রুফ রিডার-কে দিয়ে দেখিয়ে নিয়ে পুনরায় কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকাশ করতে হবে। কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত পর্যবেক্ষণ নীতিমালার শিরোনাম অংশে পর্যবেক্ষণ নীতিমালা ২০১০ এর পরিবর্তে 'পর্যবেক্ষণ নীতিমালা ২০১৭' বাক্যটি সংযোজন করতে হবে।
- ভোটার তালিকা হালনাগাদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ যাতে অপচয় না হয় সেজন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে।
- নির্বাচনে ফলাফল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সফ্টওয়্যারের বিষয়ে একটি উপস্থাপনা প্রদর্শন করতে হবে।
- ডিজিটাল ক্যামেরা নষ্ট হলে তা ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের মধ্যে মেরামত করার জন্য মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে পত্র দিতে হবে।
- AFIS সাপোর্ট সার্ভিসের চুক্তি গত বছর জুনে শেষ হলেও এখন পর্যন্ত কেন এ চুক্তি নবায়ন করা হলনা, তার জন্য প্রকল্প পরিচালক, আইডিয়া প্রকল্প ব্যাখ্যা দিবেন। এজন্য কারা দায়ী তা চিহ্নিত করে এ সংক্রান্ত বিষয়াদি বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ কমিশনে উপস্থাপন করতে হবে। প্রয়োজনে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

কমিশন সভা নং-১২/২০১৭

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ:

- ২০১২ সালের হালনাগাদ পরবর্তী অবশিষ্ট ভোটারদেরকে স্বল্প সময়ের মধ্যে পেপার লেমিনেটেড কার্ড মুদ্রণপূর্বক বিতরণ করতে হবে।
- প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা ও ভোট প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে একটি সেমিনার আয়োজন করতে হবে।
- মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মাহবুব তালুকদার-কে আহ্বায়ক করে ১টি কমিটি গঠনপূর্বক নির্বাচন ভবনে আর্কাইভ/সংগ্রহশালা স্থাপনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
- নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের কারিকুলামে অন্তর্ভুক্তির জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রধানদের বরাবর অনুরোধ পত্র প্রেরণ করবেন। নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট হতে এতদবিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

কমিশন সভা নং-১৩/২০১৭

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ:

- প্রশাসনিক আইন, বিধি-বিধান ও পরিপত্র এবং ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয় সংক্রান্ত বিধি-বিধান সন্নিবেশ করে একটি পকেট বই প্রণয়ন

করতে হবে।

- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে উপহার হিসেবে প্রদানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের লোগো সম্বলিত ক্রেস্ট প্রস্তুত করতে হবে।
- হারানো জাতীয় পরিচয়পত্র পুনঃমুদ্রণের ক্ষমতা আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা-কে প্রদান করা হলো।

কমিশন সভা নং-১৩/২০১৭

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ:

- নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভাল কাজের উৎসাহ প্রদানের জন্য নির্বাচন পদক চালু করতে হবে।
- নির্বাচন ভবনে নামাজ ঘরের জন্য দৈনিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে ইমাম নিয়োজিতকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

কমিশন সভা নং-১৫/২০১৭

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ:

- নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একটি কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করতে পারে।
- প্রতি বৎসর ১ মার্চ তারিখকে ভোটার দিবস হিসেবে পালনের বিষয়ে কমিশন নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে স্মার্টকার্ড বিতরণ শুরু

সারাদেশে ৩৭টি জেলা সদরে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে স্মার্ট কার্ড বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন ভবন থেকে ০১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কে এম নূরুল হুদা। এদিন তিনি নিজ জেলা পটুয়াখালী এবং গোপালগঞ্জের টুংগিপাড়ায় স্মার্ট কার্ড বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মাহবুব তালুকদার নেত্রকোনা, মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম বগুড়া, মাননীয় নির্বাচন কমিশনার ব্রিগে. জেনা. শাহাদাত হোসেন চৌধুরী (অব) নোয়াখালী, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ কক্সবাজার এবং জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগে. জেনা. মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম পাবনা জেলার স্মার্ট কার্ড বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। এদিন ঢাকা সার্কেল ইউনিয়ন, নারায়ণগঞ্জের বন্দর, রাজশাহীর পবা, চট্টগ্রামের আনোয়ারা, পঞ্চগড়, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম সদরসহ ৩৭টি জেলা সদরে একযোগে স্মার্ট কার্ড বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। ০২ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণ কার্যক্রমের শুভ সূচনা হয়। ইতোমধ্যে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনসহ প্রায় সকল সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন থানায় স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ফ্রান্সের অর্বাথুর টেকনোলজিসের সাথে গত ৩০ জুন ২০১৭ তারিখে স্মার্টকার্ড নিয়ে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ায় নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব জনবল দিয়ে ২৭ আগস্ট ২০১৭ তারিখ থেকে এ কার্ড ছাপানোর কাজ শুরু করা হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে পূর্বের তুলনায় এ কার্ড ছাপানোর গতি গড়ে প্রতিদিন ৭০০ গুণে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে ১.৫০ লক্ষ স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র মুদ্রণ করা হচ্ছে।

বিদেশ ভ্রমণ

মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কে এম নূরুল হুদার নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনের সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের উপসচিব জনাব মোঃ শাহেদুন্নবী চৌধুরী গত ২৪-২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সময়ে 8th Meeting of Forum of Election Management

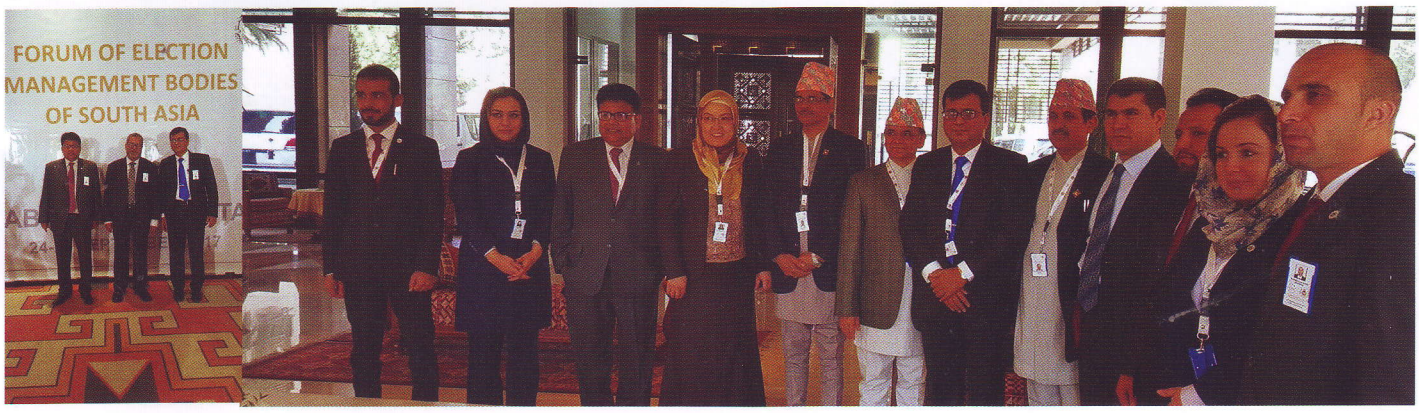

Bodies of South Asia (FEMBOSA) সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য আফগানিস্তান সফর করেন।

মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মাহবুব তালুকদারের নেতৃত্বে ০৩ সদস্যের প্রতিনিধিদল গত ০৫ থেকে ০৯ ডিসেম্বর ২০১৭ নেপালে অনুষ্ঠিত "Observing the 2nd phase of elections of the House of Representation and two provincial parliament in Nepal" উপলক্ষে নেপাল ভ্রমণ করেন। অন্যান্যের মধ্যে জনাব মোঃ আবুল কাশেম, যুগ্মসচিব এবং জনাব এ কে এম মাজহারুল ইসলাম, মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় সফরসঙ্গী ছিলেন।

মাননীয় নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহাদাত হোসেন চৌধুরী (অব.) এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মোখলেসুর রহমান ৩১ আগষ্ট হতে ০২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত 3rd General Assembly of A-WEB and the International Conference সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য রোমানিয়া সফর করেন।

নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জনাব খোন্দকার মিজানুর রহমান, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের উপসচিব জনাব মোঃ আবুল কাশেম ও বেগম মাহফুজা আক্তার, জেলা নির্বাচন অফিসার, নারায়ণগঞ্জ এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সহকারী সচিব বেগম নুর নাহার ইসলাম গত ২৩-৩১ আগষ্ট Election Management Body (EMB) Officials Course অংশগ্রহণের জন্য দক্ষিণ কোরিয়া সফর করেন।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম, মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ ও প্রকল্প পরিচালক, আইডিয়া প্রকল্প, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের নেতৃত্বে ০৫ সদস্যের প্রতিনিধিদল গত ১১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭ "Production and Distribution of Smart NID Card for citizens of Bangladesh" পরিদর্শন উপলক্ষে সেনজেন, চীন সফর করেন। প্রতিনিধিদলের মধ্যে লেফটেন্যান্ট কমান্ডার এম. আবদুল কাইয়ুম রবি, অপারেশন অফিসার, আইডিয়া প্রকল্প, জনাব মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, উপপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, জনাব এ.এস.এম ইকবাল হাসান, সহকারী পরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ এবং জনাব মোল্লাহ মুর্তজা সোহেল, মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন জুনিয়র কনসালটেন্ট, আইডিয়া প্রকল্প, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় সফরসঙ্গী ছিলেন।

জনাব আক্তারুজ্জামান, প্রোগ্রামার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় গত ৩০ অক্টোবর হতে ১০ নভেম্বর ২০১৭ মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত "Basics and Adoption" বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

নিয়োগ বদলী পদোন্নতি অবসর

জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৭ সময়ে ০১জন নুতন উপপ্রধান, ০১ জন উপসচিব (আইন) পদে প্রেষণে নিয়োগ এবং ০১জন সিনিয়র সহকারী সচিব- কে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে সংযুক্ত করা হয়েছে। ০৮ জনকে যুগ্মসচিব (চলতি দায়িত্ব) পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ০৫ জন উপসচিব (চলতি দায়িত্ব), ৪৪ জন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, ০২ জন সহকারী পরিচালক, ০৫ জন সহকারী সচিব, ১১ জন নির্বাচন অফিসার এবং ৭৪ জন উপজেলা নির্বাচন অফিসারকে বদলি/পদায়ন করা হয়েছে। এ সময়ে ০৮ জন আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা ও ০৫ জন জেলা নির্বাচন অফিসারকে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া জনাব এস.এম এজাহারুল হক, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব), কুমিল্লা এবং জনাব মোঃ শাহনেওয়াজ, উপজেলা নির্বাচন অফিসার, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জকে অবসর প্রদান করা হয়েছে। জনাব কাজী মুহাম্মদ জিয়াউল হক, সিস্টেম এনালিস্ট এবং জনাব মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, প্রোগ্রামারকে চাকরি হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

একই সময়ে ৩৩ জন ৩য় শ্রেণী এবং ০৬ জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে বদলি করা হয়েছে। ০৩ জনকে ১ম শ্রেণীর পদে পদোন্নতি এবং ১ জনকে ৩য় শ্রেণীর পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। ০১টি বিভাগীয় মামলা দায়ের এবং ৭টি বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ০১জন করে কর্মচারী চাকুরী হতে ইস্তফা দিয়েছেন। ৩য় শ্রেণীর ০১ জনকে চাকুরী হতে বরখাস্ত এবং ০১ জনকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়েছে।

বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হবে ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট বডিস অব সাউথ এশিয়া (FEMBoSA) এর ৯ম সম্মেলন

ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট বডিস অব সাউথ এশিয়া (FEMBoSA) এর ৯ম সম্মেলন আগামী সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হতে পারে। মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নূরুল হুদা ২৪-২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ আফগানিস্তানের কাবুলে অনুষ্ঠিত FEMBoSA এর ৮ম সম্মেলনে যোগদান শেষে দেশে ফিরে একথা জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপ এবং স্বাগতিক আফগানিস্তানের নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিগণের অংশগ্রহণে FEMBoSA এর ৮ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন হতে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ ও উপসচিব জনাব মোঃ শাহেদুন্নবী চৌধুরী সম্মেলনে যোগদান করেন। আফগানিস্তানের কাবুলে অনুষ্ঠিত FEMBoSA এর ৮ম সম্মেলনে ভোটার শিক্ষা, নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণের গুরুত্ব, নির্বাচনি প্রচারে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকা, তরুণ ভোটারদের প্রত্যাশা, নির্বাচন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের ভূমিকা, নির্বাচন বিষয়ে গবেষণা, সুষ্ঠু, অবাধ নির্বাচনের প্রত্যয় এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠান বিষয়ে আলোচনা করা হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে নির্বাচন বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে ২০১০ সালে ঢাকায় সার্ক দেশসমূহের নির্বাচন কমিশনসমূহের এক সম্মেলনের মাধ্যমে ফোরাম অব ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট বডিস (FEMBoSA) এর যাত্রা শুরু। এরপর পর্যায়ক্রমে সার্ক দেশসমূহের বিভিন্ন দেশে FEMBoSA এর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় আগামী ২০১৮ সালে বাংলদেশে সংস্থাটির ৯ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

মাসিক সমন্বয় সভা

জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৭ সময়ে মোট ৩টি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং শাখাসমূহের নিষ্পন্ন ও অনিষ্পন্ন কাজের বিবরণ তুলে ধরা হয়। প্রতিটি সভা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ মহোদয়।

২০ জুলাই ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস, বিদ্যমান নিয়োগ বিধিমালার অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণ, বার্ষিক শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, ঢাকা জেলাধীন থানা নির্বাচন অফিসসমূহ স্ব-স্ব এলাকায় স্থানান্তর, নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ডিজিটাল পরিচয়পত্র প্রদান, কর্মকর্তাগণকে দাপ্তরিক প্রয়োজনে অফিসিয়াল মোবাইল সিম প্রদান, ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় সিটিজেন চার্টার প্রস্তুত, ঢাকা মহানগরীর থানা সার্ভার স্টেশনে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র সরবরাহ, ইসির ওয়েব সাইট উন্নয়ন, নতুন ভোটার নিবন্ধন এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য হালনাগাদের লক্ষ্যে অনলাইন কার্যক্রম চালু, সরকারী ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-টেন্ডারিং বাস্তবায়ন, মাঠপর্যায়ে মাসিক সমন্বয় সভা করা প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রশিক্ষণ

নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ইটিআই) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের নিজস্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিভিন্ন নির্বাচনের ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৭ সময়ে নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ও মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ জুলাই, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৬টি জেলার (নাটোর, টাঙ্গাইল, বরিশাল, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও ঠাকুরগাঁও) ১১টি উপজেলায় ২৯টি ইউনিয়ন ও ২০ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ২টি জেলার (ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও রংপুর) ২টি উপজেলায় ৪টি ইউনিয়নের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন এবং চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলি উপজেলার উপজেলা পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে মোট ৩৫১ জন প্রিজাইডিং, ১৭৪৭ জন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং ৩৬৩৪ জন পোলিং অফিসার এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ৫৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০১৭ উপলক্ষে ১৩৮১ জন প্রিজাইডিং ও সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং ২৩৫৬ জন পোলিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৬টি পৌরসভা, ৪৩ টি ইউনিয়ন ও রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০১৭ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে Election Management System(EMS), Candidate Information Management System (CIMS) & Result Management System(RMS) software সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ৬৩ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে ই-ফাইলিং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এবং নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের "ই-ফাইলি "শীর্ষক প্রশিক্ষণকোর্সে ৬-৭ অক্টোবর-২০১৭, ১৩-১৪ অক্টোবর-২০১৭ ও ২০-২১ অক্টোবর-২০১৭ পর্যন্ত

০৩ (তিন) টি ব্যাচে মোট ১০৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। ০৫-৩০ নভেম্বর, ২০১৭পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে "Professional English Language course" শীর্ষক চার সপ্তাহ মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের ০১(একটি) টি ব্যাচ সমাপ্ত হয়েছে।

রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে একটি কেন্দ্রে প্রথম ইভিএম-এ ভোটগ্রহণ

রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএম পদ্ধতিতে প্রথমবারের মত একটি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হয়। রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য ইভিএম মেশিন স্থাপন করা হয়। এ কেন্দ্রে প্রায় ৬১ শতাংশ ভোট কাস্ট হয়। ইভিএম পদ্ধতিতে ভোট দিতে পেরে ভোটাররাও স্বাচ্ছন্দবোধ করেছেন। এ পদ্ধতিতে ভোটগ্রহণের সময় প্রথমে একটু যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলেও দ্রুত তার সমাধান করা হয়।

নির্বাচন কমিশনের সাবেক উপসচিব-এর ইন্তেকাল

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সাবেক উপসচিব বুরহান উদ্দীন আহমেদ ১৮ জুলাই ২০১৭ তারিখে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

জনাব বুরহান উদ্দীন ১৯৭৯ হতে ১৯৯২ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে উপসচিব পদে কর্মরত ছিলেন। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে হতে অবসরের পর তিনি মানবিক সাহায্য সংস্থার (এমএসএস) পরিচালক এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংস্থা ফেমার নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রকাশনা ও সম্পাদনা: এস এম আসাদুজ্জামান, পরিচালক (জনসংযোগ); **ই-মেইল:** asad.bec@gmail.com
নির্বাচন ভবন: প্লট ই, ১৪ জেড-এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭, **ফোন:** ৫৫০০৭৫২০, **web :** www.ecs.gov.bd